Q. কান্টের কোপারনিকান বিপ্লব ব্যাখ্যা কর। 10. (3)

Ans: কান্ট মনে করেন, তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা করেছেন, তা কোপারনিকাসের বিপ্লবের সাথে তুলনীয়। কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানে তৎকালীন প্রচলিত ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে সূর্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেছিলেন। সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখে লোকে মনে করতেন যে, পৃথিবী স্থির, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কিন্তু কোপারনিকাস এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন যে, সূর্য স্থির — পৃথিবীই তার চারদিকে ঘুরছে। কোপারনিকাসের এই ব্যাখ্যাই সূর্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা বলে পরিচিত। কোপারনিকাসের মতে, সূর্যকে আপাত-দৃষ্টিতে গতিশীল বলে মনে হয়। কারণ আমরা আমাদের গতি সূর্যে আরোপ করি। গতি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর, সূর্যের নয়। পৃথিবীর গতি সূর্যে আরোপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কোপারনিকাসের এই ব্যাখ্যাই সঠিক প্রমাণিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাসের এই নতুন ব্যাখ্যা এক বিপ্লবেরই সূচনা করে।

ভূকেন্দ্রিক মতবাদের বিপরীতে কোপারনিকাস যেমন সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন, ঠিক সেইরকম কান্ট জ্ঞান (বা জ্ঞেয়) এক পরিবর্তন আনলেন। এই কান্টের এই ব্যাখ্যাই কোপারনিকাসের বিপ্লবের সাথে তুলনীয়। কান্টের পূর্ববর্তী সরল বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মনে করতেন যে, জ্ঞান মাত্রই বিষয় নির্ধারিত হবে। জ্ঞান (কে সত্য) হতে হলে জ্ঞানকে বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে। কিন্তু কান্ট দেখান যে, জ্ঞান (কে সত্য) হতে হলে ~~জ্ঞানকে বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে~~, বিষয়কেই জ্ঞানের অনুরূপ হতে হবে। কান্ট দেখালেন, এই নতুন অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় প্রকল্পটি অধিকতর উপযোগী। কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে, বাস্তব সত্যকে কান্ট বার্কলের ন্যায় কতগুলি মানসিক আকারে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বিষয়গত-বা "বৌদ্ধিক আকার সম্মত" না হলে কোন বস্তুকেই জ্ঞেয় বিষয়রূপে আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হতে পারে না। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিষয় অবশ্যই বৌদ্ধিক আকার সম্মত হবে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে মন যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায় না।

Scanned with CamScanner

আলতার রঙে বা ঐ জাতীয় পদার্থে, সুতরাং কোন বস্তুকে লাল রঙ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ বস্তুটিকে আমাদের পূর্বে দৃষ্ট আরো অনেক লাল পদার্থের শ্রেণীভুক্ত করে তুলি। এইভাবে একটি মুহূর্তের অনুভবকে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়, এই কাজ শুধু চোখের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জ্ঞানের মধ্যে আছে বুদ্ধির অবদান।

লাল রঙ সম্পর্কে যা বলা হল ফুল সম্পর্কেও সেই একই বক্তব্য প্রযোজ্য। সাধারণত ফুলকে একটি দ্রব্য এবং লালকে তার গুণ বলে মনে করি। এই দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য না করলে "লাল ফুল" শব্দটি আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়বে, কিন্তু এই দ্রব্য ও গুণের কল্পনা চোখ তৈরী করতে পারে না, জ্ঞানের মধ্যে দ্রব্য ও গুণের যে ভেদ আছে এবং বর্তমান অনুভবের সাথে পূর্ব দৃষ্ট অনুভবের যে তুলনা আছে তা বুদ্ধিরই অবদান। ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে কোন বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু এক বহুত্বময় বিশৃঙ্খল ধারণা জন্মাতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে বহুত্বকে পাই, তাকে যথাযথভাবে সংগঠিত করলেই বিষয় তৈরী হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, কান্টের মতে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের যোগেই জ্ঞান আসে। শুধুমাত্র একটির দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়ের অনুভব হতে পারে, কিন্তু তাতে যদি সামান্য জ্ঞান না থাকে তবে সেই অনুভব অন্ধ। আবার সামান্য জ্ঞান ছাড়া যেমন অনুভব সম্ভব হয় না, তেমনি অনুভব ছাড়াও সামান্য জ্ঞানের সম্ভব অর্থ হয় না। যে সামান্যের অনুভবযোগ্য বিশেষ রূপ আমাদের চোখের সামনে নেই, তা আমাদের কাছে একটি শূন্য আকার মাত্র। (যেমন "লাল ফুলটি" একটি বিশেষ কাছে "লাল ফুল" নয়, নিছক একটি বস্তু মাত্র। আবার "লাল ফুল" এই সামান্য ধারণাটিকে অর্থপূর্ণ হতে গেলে বাস্তবে তার অনুভব চাই। এই জন্যই কান্ট বলেছেন, "সামান্য জ্ঞান ছাড়া অনুভব অন্ধ এবং অনুভব ছাড়া সামান্য জ্ঞান শূন্য"।)

Scanned with CamScanner